নাটোরের নলডাঙ্গা থেকে

ফেন্সিডিল ও মোটরসাইকেলসহ মাদক কারবারী গ্রেফতার

নাটোরের নলডাঙ্গা থেকে বুধবার সন্ধা সাড়ে সাতটায় হাপানিয়া বাজার থেকে ৩৫ বোতল ফেন্সিডিল ও তাদের বহনকারী ২ টি মোটরসাইকেলসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন,নাটোরের গ্রামের নলডাঙ্গা উপজেলার পাটুল হাপানিয়া গ্রামের জামাল হোসেনের ছেলে বুলবুল প্রামানিক(২৬), বাঁশভাগ পূর্বপাড়া গ্রামের আজিম উদ্দিন দেওয়ানের ছেলে সবুজ দেওয়ান (২০) ও দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলার হরিহরপুর গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে সুজন হোসেন -৩৩, পারভবানীপুর গ্রামের জিন্নত আলীর ছেলে আরজান হোসেন (৩২), ।

র্যাবের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিক্তিতে সিপিসি -২ নাটোর র্যাব ক্যাম্পের একটি টিম পাটুল হাপানিয়া বাজারে অভিযান চালায় ।
এসময় ২ টি মোটর সাইকেল ও ৩৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ সুজন, আরজান, বুলবুল ও সবুজকে গ্রেফতার করা হয় । এ ঘটনায় নলডাঙ্গা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে ।

মেহেরপুরে ব্যবসায়ী আবুল হাশেমের উদ্যোগে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে অসহায় পরিবারের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করেছে বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী হাজী আবুল হাশেম। সজিব এন্টারপ্রাইজ এর সহযোগিতায় বুধবার সকালে সদর উপজেলার শ্যামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঈদ সামগ্রী হিসেবে খাবার, শাড়ী ও লুঙ্গি

বিতরণ করা হয়।
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী আবুল হাশেম উপস্থিত থেকে অত্র এলাকার তিন শতাধিক অসহায় মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করেন।
আব্দুস সামাদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী আবুল হাশেম। ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মতিয়ার রহমান, মহিলা সদস্য ফাতিমা খাতুন। এসময় সেখানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সজীব এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী সজীব, আনারুল ইসলাম বজলুর রহমান, ইমরান হোসেন, আব্দুর রশিদ, আব্দুল মান্নান সহ গ্রামের বিভিন্ন মহলের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে গুডনেইবার্স কর্তিক স্পনসরড শিশুদের মাঝে জরুরি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগরে গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস কর্তিক স্পনসরড শিশুদের মাঝে জরুরি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়ছে।

মঙ্গলবার সকালে গুডনেইবার্স বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস প্রঙ্গনে ২য় পর্যায়ে বাংলাদেশে কোভিড ১৯ করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়া ও লকডাউনের কারনে ক্ষতিগ্রন্ত ৭৭৫ জন স্পনসরড শিশুর পরিবারসমূহে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুডসেইবার্স বাংলাদেশ, মেহেরপুর সিভিপি তার কর্মএলাকায় জরুরী খাদ্য ও হাইজিন উপকরণ সহায়তা প্রদান শুরু করে।

মুজিবনগর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুর রব প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এ সব উপহার সামগ্রী বিতরণের উদ্ধোধন করেন।

এ সময় বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, গুডনেইবার্স মেহেরপুর সিডিপি বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিসের ম্যানেজার লিংকন রায়, ৬ নং ওয়ার্ড সদস্য সংকর বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন।

শিশুর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা অগ্রাধিকার দিয়ে ৭৭৫ জন শিশুর পরিবারকে ভাতের চাল, পোলাও চাল, সয়াবিন তৈল, মুসুর ডাল, লবন, চিনি, সেমাই, লাইফবয় সাবান, ডিটারজেন্ট পাউডার এই সব উপহার প্রদান করা হয়।

দামুড়হুদায় আনসার ও ভিডিপির পক্ষ থেকে খাদ্য সামগ্রী শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ

দামুড়হুদায় আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে অসহায় দুস্থ আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের জন্য মহাপরিচালক এর পক্ষ থেকে খাদ্য সামগ্রী শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে আনসার ও ভিডিপি কার্যালয় থেকে আনসার ও ভিডিপি ৫০ জন নারী - পুরুষের মাঝে চাল,ডাল তৈল আলু, পেঁয়াজ, ঈদ শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ।

বিতরণ কালে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আনসার ও জিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক এর ব্যবস্থাপক নজরুল ইসলাম, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রভাষক শরিফুল আলম মিল্টন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবীব, উপজেলা আনসার ও জিডিপি কার্যালয়ের প্রশিক্ষক চায়না খাতুন প্রমূখ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা আনসার ও জিডিপি কার্যালয়ের প্রশিক্ষক আশরাফুল ইসলাম।

শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ কালে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ বলেন, মহামারী করোনা প্রতিরোধে সকলকে সচেতনতা সাথে চলাচল করতে হবে। বাইরে চলাচল করলে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে। সরকারের দেওয়া সকল স্বাস্থ্য বিধি যথাযথ ভাবে পালন করতে হবে।

সকলের সচেতনতায় করোনা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। নিজে সুস্থ

থাকুন, পরিবারকে সুস্থ। সর্বোপরি আপনাদের ঈদ হোক আনান্দের।

তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপের দাবিতে অনলাইন সংবাদ সম্মেলন

বিদ্যমান পদ্ধতিতে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ও করারোপে তামাক কোম্পানির লাভ অনাকাক্সিক্ষতভাবে বৃদ্ধি পায়। তাই আগামী অর্থবছর থেকে তামাকজাত দ্রব্যের বিদ্যমান অ্যাড ভেলোরেম পদ্ধতির পরিবর্তে, সুনির্দিষ্ট করারোপের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা) ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি)।

মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১ টায় এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে তারা এই দাবি জানায়। সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি সম্বলিত লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এসএম আবদুল্লাহ।

বাটা’র সমস্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ; বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও বিএনটিটিপি’র কনভেনর ড. রুমানা হক ও বাংলাদেশ পার্লামেন্ট জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিখিল ভদ্র। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক সাগুফতা সুলতানা।

এসএম আবদুল্লাহ বলেন, তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপে প্রচলিত অ্যাড ভেলোরেম পদ্ধতিটি জটিল ও ত্রুটিপূর্ণ। ফলে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়লেও তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা যেমন কাক্সিক্ষত হারে কমছে না তেমনি সরকারের রাজস্ব আয়ও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে না। বরং তামাক কোম্পানির মুনাফা অনাকাক্সিক্ষতভাবে বৃদ্ধি

পাচ্ছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ বলেন, বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৭৬ ভাগ দেশে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কোন না কোনভাবে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির করারোপ ব্যবস্থা বিদ্যমান। বিশ্বের ১১৫ টি দেশে ইউনিফর্মড কর ব্যবস্থা চালু রয়েছে। অর্থাৎ এসব দেশে সব সিগারেট এক দামে কিনতে হয়, কোন মূল্য স্তর নেই।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় কেবলমাত্র বাংলাদেশে স্তরভিত্তিক অ্যাড ভেলোরেম পদ্ধতিতে তামাকজাত দ্র্রব্যের ওপর করারোপ করা হয়। তিনি থাইল্যান্ড ও শ্রীলংকার সফলতার তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করে সুনির্দিষ্ট করারোপের সুবিধাসমূহ তুলে ধরেন।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের প্রচলিত ‘মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২’ এর ধারা ১৫(৩) ও ৫৮ অনুযায়ী সবধরনের তামাকজাতপণ্যে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা সম্ভব।

ড. রুমানা হক বলেন, বিশ্বে তামাক নিয়ন্ত্রণে সফল দেশগুলো ‘অ্যাড ভেলোরেম’ করারোপ পদ্ধতির পরিবর্তে ‘সুনির্দিষ্ট করারোপ’ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। ‘সুনির্দিষ্ট করারোপ’ পদ্ধতিতে দ্রব্যের মূল্যের ওপর শতাংশ হারে করারোপের পরিবর্তে দ্রব্যের পরিমাণের ওপর সুনির্দিষ্ট পরিমাণ কর নির্ধারণ করা হয়।

তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা হলে করের পরিমাণ নির্ণয় ও কর আদায় করা সহজ হবে, সব ধরণের তামাকজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে, রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়বে এবং তামাক কোম্পানির কর ফাঁকি দেয়ার সুযোগ কমবে।

ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক বলেন, তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি হলে জনস্বাস্থ্য রক্ষা পাবে। ২০২১-২২ অর্থ-বছরের জন্য তামাকজাত দ্রব্যের কর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে ১১ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক ধূমপায়ী ধূমপান ছেড়ে দেবে এবং ৮ লক্ষ তরুণ নতুন করে ধূমপান শুরু করতে নিরুৎসাহিত হবে। একইসঙ্গে রাজস্ব আয় প্রায় ৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে।

এসময় নিখিল ভদ্র বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ নিশ্চিত করতে অধিক হারে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়াতে হবে যেন তা সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে থাকে।

সংবাদ সম্মেলনে তারা ২০২১-২২ অর্থ-বছরের জন্য কর প্রস্তাবও তুলে ধরেন। এই প্রস্তাবে রয়েছে- বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন অনুসারে তামাকজাত দ্রব্যের উপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা। প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য নিম্ন স্তরে ৫০ টাকা, মধ্যম স্তরে ৭০ টাকা, উচ্চ স্তরে ১১০ টাকা ও প্রিমিয়াম স্তরে ১৪০ টাকা নির্ধারণ করে যথাক্রমে ৩২.৫০ টাকা, ৪৫.৫০ টাকা, ৭১.৫০ টাকা, এবং ৯১ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

ফিল্টারবিহীন বিড়ির ২৫ শলাকার খুচরা মূল্য ২৫ টাকা এবং ফিল্টারযুক্ত বিড়ির ২০ শলাকার খুচরা মূল্য ২০ টাকা নির্ধারণ করে যথাক্রমে ১১.২৫ টাকা এবং ৯.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। এবং প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৪৫ টাকা নির্ধারণ করে ২৭.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক এবং প্রতি ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১৫.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। ই-সিগারেটের উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা।

পাশাপাশি সকল তামাকপণ্যের খুচরা মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ পূর্বের ন্যায় বহাল থাকার সুপারিশ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপে আরিয়ান ফিরে পেল তার পিতৃস্নেহ

চুয়াডাঙ্গায় মানবিক কাজের পাশাপাশি সকল ধরনের মানুষের বিপদে-আপদে কাজ করে যাচ্ছেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম। এরইমধ্যে চুয়াডাঙ্গায় মানবিক পুলিশ সুপার নামে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে পুরো চুয়াডাঙ্গা জেলার মানুষের মাঝে। পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি মানবিক কাজে এগিয়ে আসার জন্য সুনাম অর্জন করেছেন তিনি।

১১ ই মে বেলা সাড়ে বারোটার সময় পুলিশ সুপারের মধ্যস্থতায় মোছাঃ

ববিতা খাতুন, ফিরে পেল তার সুখের সংসার, আরিয়ান ফিরে পেল পিতৃ স্নেহ। মোছাঃ ববিতা খাতুন (২৮), পিতা- মোঃ রমজান আলী, সাং- ভাংবাড়ীয়া, থানা- আলমডাঙ্গা, জেলা- চুয়াডাঙ্গা এর সাথে অনুমান ১২ বছর পূর্বে মোঃ আশাবুল ইসলাম (৩০), পিতা-ছুরালী মন্ডল, সাং- ভাংবাড়ীয়া মন্ডল পাড়া, থানা-আলমডাঙ্গা, জেলা- চুয়াডাঙ্গা এর ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক বিবাহ হয়। তাদের সংসার জীবনে আরিয়ান (০৬) নামের ফুটফুটে একটি সন্তান রয়েছে।

বিয়ের কয়েক বছর পর হতে যৌতুকের দাবিতে মোঃ আশাবুল তার স্ত্রী ববিতা খাতুনের সাথে পারিবারিক কলহে জড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে আশাবুল ববিতা খাতুনকে শরিরীক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে। ইতোমধ্যে ববিতা খাতুন যৌতুক দিতে ব্যার্থ হওয়ায় ০২ বছর পূর্বে আশাবুল ইতি খাতুন নামক একজনকে বিবাহ করে হাটবোয়ালিয়া, বাসাভাড়া করে থাকতে শুরু করে এবং ববিতা খাতুন ও তার সন্তানের কোন খোজ খবর নেয় না।

ববিতা খাতুন বিভিন্ন জায়গায় তার সমস্যার সমাধান চেয়ে যোগাযোগ করেও কোন সমাধান না পেয়ে। অবশেষে তার অসহায়ত্ব থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গা নিকট আসেন।

পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা উক্ত বিষয়টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তার কার্যালয়ে অবস্থিত “উইমেন সাপোর্ট সেন্টার” এর দায়িত্ব প্রাপ্ত এএসআই (নিরস্ত্র) মিতা রানী কে দায়িত্ব দেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উভয় পক্ষকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে হাজির করেন।

পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম এর প্রত্যক্ষ মধ্যস্থতায় মোঃ আশাবুল ইসলাম তার স্ত্রী মোছাঃ ববিতা খাতুনের সাথে পুনরায় সংসার করতে ও সন্তানের ভরণ পোষণ দিতে সম্মত হয়। অবশেষে পুলিশ সুপার এর হস্তক্ষেপে মোছাঃ ববিতা খাতুন ফিরে পেল তার সুখের সংসার ও আরিয়ান ফিরে পেল পিতৃ স্নেহ।

কোটচাঁদপুরে বজ্রপাতে নারীর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বজ্রপাতে মালেকা (৩০) নামে এক নারীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকাল ৪ টার দিকে উপজেলার কুশনা গ্রামের দুয়ারপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত মালেকা ওই গ্রামের নজীর আলীর স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, মঙ্গলবার বিকালে বাড়ির পাশে একটি মাঠে মালেকা ও তার স্বামী ধান মাড়ায় করছিল। স্বামী নজীর আলী ধানের বিচুলী রাখতে বাড়ি যায়। এসময় ঝড়বৃষ্টি চলাকালে বজ্রপাতে ঝলসে গিয়ে ঘটনাস্থালেই স্ত্রী মালেকা মারা যায়।

কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মঈন উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাটি আমি শুনেছি। ঘটনাস্থলে স্থানীয় ক্যাম্প পুলিশ পরিদর্শন করেছে।

মেহেরপুর প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন(এমপি) ও সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম দম্পতির পক্ষ থেকে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে মেহেরপুর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়‌।

মঙ্গলবার বেলা ১২ টার সময় মেহেরপুর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ে এই ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়।
গণপ্রজাতন্ত্রি বাংলাদেশ সরকার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন (এমপি) প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন ।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয় এর সভাপতি ও বিশিষ্ট সমাজসেবক মোনালিসা ইসলাম।আয়োজনে মেহেরপুর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি সহ এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল, বড় বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম খোকন, সাবেক ছাত্রনেতা ও শহর যুবলীগের সভাপতি শেখ কামাল ও আরো অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ঈদকে সামনে রেখে করোনার কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া গরীব অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করছে জেলা পরিষদ মেহেরপুর।
গতকাল সোমবার দিন ব্যাপী মেহেরপুর জেলা পরিষদ চত্তরে অসহায় ও কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ এই ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মোহাম্মদ সাঈদ ইকবাল এবং হাবিবুর রহমান রিঙ্কু।উল্লেখ্য গতকাল সোমবার মোট তিন হাজার পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে।

১৪ কোটি টাকার স্ট্যাম্প গায়েবের চেষ্টা, গ্যাড়াকলে নাজির রফিকুল

মেহেরপুরের ট্রেজারি অফিসার ও এনডিসি রাকিবুল ইসলামের স্বাক্ষর জাল করে পাঠানো চাহিদার ১৩ কোটি ৭৫ লাখ টাকার স্ট্যাম্প আসার দুইদিন পর সেই স্ট্যাম্প মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ফেরত পাঠিয়েছেন।
স্বাক্ষর জাল করার এ কাণ্ডটি ঘটিয়েছেন নেজারত শাখার প্রধান অফিস সহকারী (বড় বাবু) রফিকুল ইসলাম। এ ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক রয়েছেন। তাকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করেছেন জেলা প্রশাসক।

প্রসঙ্গত, চাহিদা পাঠানোর মাত্র সাত দিনের মধ্যে স্ট্যাম্প চলে আসে মেহেরপুরে। কিন্তু চাহিদা পাঠানোর পর এক মাস পর্যন্ত সময় লাগে স্ট্যাম্প আসতে। ডাকবিভাগের একটি মহলের সাথে যোগসাজশে নাজির রফিকুল ইসলাম এ কাজ করেছেন বলে গুঞ্জন উঠেছে।

জানা গেছে, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর ও ট্রেজারি অফিসার রাকিবুল ইসলামের স্বাক্ষর জাল করে নেজারত শাখার প্রধান অফিস সহকারী (বড় বাবু) রফিকুল ইসলাম বাংলাদেশ ডাক বিভাগে (বিপিও) ১৩ কোটি ৭৫ লাখ টাকার স্ট্যাম্প চাহিদা প্রেরণ করেন। সেই চাহিদার স্ট্যাম্প বৃহস্পতিবার মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পৌঁছায়। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রধান অফিস সহকারী (নাজির) রফিকুল ইসলাম সেই স্ট্যাম্প গ্রহণ করেন।

স্ট্যাম্প সরবরাহ করতে আসা বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সহকারী পরিদর্শক আবুল বাশার দেওয়ান জানান- স্ট্যাম্প ট্রেজারিতে সংরক্ষণ না করে বাইরে সংরক্ষণ করায় তার সন্দেহ হয়। তিনি ট্রেজারি অফিসার এনডিসি রাকিবুল ইসলামকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি স্ট্যাম্প এর চাহিদা প্রদান ও গ্রহণের করার বিষয়ে কিছু জানেন না বলে জানান। জেলা প্রশাসক শনিবার মধ্যরাতে স্ট্যাম্পগুলো ফেরত পাঠিয়ে দেন বাংলাদেশ ডাকবিভাগ ঢাকাতে। এ ঘটনার পর থেকে নেজারত শাখার প্রধান অফিস সহকারী (নাজির) রফিকুল ইসলাম পলাতক রয়েছেন। এদিকে এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে থেকে একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে।

মেহেরপুরের ট্রেজারি অফিসার ও এনডিসি রাকিবুল ইসলাম বলেন, চাহিদা পাঠানোর মাত্র সাত দিনের মধ্যে স্ট্যাম্পগুলো চলে এসেছে। যেটা কখনোই এক মাসের আগে সম্ভব নয়। আশে পাশের জেলা গুলোর চাহিদা একত্রিত করার পর তবেই ডাক বিভাগের গাড়ি আসে। এছাড়া জেলা প্রশাসকের ট্রেজারি শাখা থেকে যে চাহিদাপত্র পাঠানো হয় তার থেকে কম দেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে চাহিদা শতভাগ পাঠিয়েছে তারা। কয়েকবার সরকারি ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করার পর তবেই স্টাম্প আসে। এক্ষেত্রে কোনটিই করা হয়নি। বিষয়টি জেলা প্রশাসক স্যার জানতে পেরে স্ট্যাম্পগুলো ফেরত পাঠিয়েছেন।
মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান বলেন, স্বাক্ষর জাল করে স্ট্যাম্প আনার ঘটনায় থানায় একটি জিডি হয়েছে।

এ ব্যাপারে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হাফিজ আল আসাদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে ডিসি স্যার জানেন।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, ট্রেজারি অফিসার ও এনডিসির স্বাক্ষর জাল করে নেজারত শাখার প্রধান অফিস সহকারী রফিকুল ইসলাম ১৩ কোটি ৭৫ লাখ টাকার স্ট্যাম্পের চাহিদা পাঠানোর বিষয়টি জানতে পারার পর তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, স্ট্যাম্প ডাক বিভাগের সম্পদ। আমরা যেহেতু চাহিদা পাঠায়নি সেহেতু তারা আইনগত ব্যবস্থা নেবে।

প্রসঙ্গত, নাজির রফিকুল ইসলাম কে নিয়ে স্ট্যাম্প জালিয়াতির আলোচনা-সমালোচনা অনেক আগে থেকেই শোনা যায়। তবে এ ঘটনায় বিষয়টি পরিস্কার হয়েছে। আর এই স্ট্যাম্প জালিয়াতি করেই জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের একজন নাজির হয়েছে কোটি কোটি টাকা সম্পদের মালিক। পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের নামে বেনামে রয়েছে সম্পদ । ইটভাটা, বেসরকারি ব্যাংকের এজেন্ট, ডেইরি ফার্ম, সিড কোম্পানী, ট্রাকসহ রয়েছে শত শত বিঘা জমি। এলাকায় দান খয়রাত করার প্রবণতাও তার মধ্যে রয়েছে। যে কারণে এলাকার মসজিদ, ঈদগাহ কমিটিতে গ্রামবাসী তাকে সভাপতি বানিয়েছেন।